১২৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে অর্জন ব্যয়

মৌলিক শিক্ষার জন্য ব্যয়

বিশ্ব অস্ত্র খাতে বছরে প্রায় ৮০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করে। আর ২ হাজার সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুকে স্কুলে নিতে গেলে বছরে ৬শ' কোটি ডলার ব্যয় হবে বলে কোন কোন হিসেবে বলা হয়েছে। বিশ্বে সামরিক খাতে শতকরা মাত্র এক ভাগ ব্যয় কমালে শিক্ষা খাতে এই বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য তা হবে পর্যাপ্ত। মধ্য দশকে নির্ভরযোগ্য কোন হিসেব না থাকার কারণে ১৯৯০ সালে মৌলিক শিক্ষা খাতে অর্থায়ন কতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিরূপণ করা কষ্টকর ব্যাপার। সবার জন্য শিক্ষা ফোরামের নির্বাহী সচিব Michael Lakin বলেছেন, 'অর্থায়ন রাতারাতি বদলানো যায় না। বর্তমান কর্মসূচি বাদ দিয়ে নতুন নতুন কর্মসূচি ও ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জাতীয় সংসদ ও এজেন্সির নির্বাহী পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।'

দেশভিত্তিক ব্যয়

ইউনিসেফের শিক্ষাগুচ্ছ প্রধান Fay Chung বলেছেন, 'সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে প্রদত্ত অঙ্গীকার ডলার ও সেন্টে প্রকাশ করতে হবে।' শিক্ষা খাতে ব্যয়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)'র হিস্যা ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ তাই করেছে। দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার জন্য চীন অর্থ নির্ধারণ করে রেখেছে যাতে আগামী তিন বছর বার্ষিক ১১ কোটি ডলার করে বৃদ্ধি পাবে এবং ভারত ১৯৯১-৯২ সালে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ২৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার দ্বিগুণ করে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার বরাদ্দ দিয়েছে।

অবশ্য অনেক দেশ, বিশেষ করে কিছু কিছু স্বল্পোন্নত দেশ ঋণ সার্ভিসিং ও কাঠামোগত সমন্বয়ের কারণে চাপের মধ্যে রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের শিক্ষামন্ত্রী Alber Mberio বলেছেন, 'আমরা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। একদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল করার জন্য সরকার অর্থ ধার করছেন, অপরদিকে, একই দাতাবৃন্দ প্রত্যাশা করছেন যে, দেশ উন্নয়নের একটি পর্যায়ে উপনীত হবার অনেক আগেই ধারের অর্থ সরকার পরিশোধকরেদেবেন।'

একই অঙ্কের বা তার কম অঙ্কের অর্থ নিয়ে মৌলিক শিক্ষার জন্য কিছু করতে গেলে নতুন সহযোগী ও নতুন উদ্যোগের প্রয়োজন। ইউনেস্কো মৌলিক শিক্ষা বিভাগের Dieter Berstecher বলেছেন, 'সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন সত্যি নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। স্থানীয় সমাজকে জড়িত করার লক্ষ্যে বেশির ভাগ দেশ অনেক কিছু করেছে। ১৯৯০ সাল থেকে বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশ-গ্রহণের ফলে সরাসরি শিক্ষার্থীদের কাছে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প চলে আসছে।'

দাতাদের ভূমিকা

বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধে জড়িত থাকার পর সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত দেশগুলো যে বড় ধরনের সাহায্য ছাড়া এ কাজ করতে পারবে না এ মর্মে স্বীকৃতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আফ্রিকার উপসাহারা ঋণ সার্ভিস চার্জ হিসেবে বছরে ২ হাজার কোটি ডলারের বেশি পরিশোধ করছে। এতদসত্ত্বেও হিসেব করা হয়েছে যে, সব শিশুকে স্কুলে নিতে গেলে মাত্র আড়াইশ' কোটি ডলার ব্যয় হবে। ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রধানগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য মোচনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও উন্নয়নশীল বিশ্ব শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করতে পারে এবং বিনিয়োগ তাদের করতেই হবে।'

শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থায়ন সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে সরকারের দায়িত্ব হলেও বেশির ভাগ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় অর্থায়ন সংস্থা ১৯৯০ সাল থেকে সবার জন্য শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। এ খাতে জার্মানির অর্থায়ন ছিলো ১৯৯২ সালে ৪ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার, যা ১৯৯৪ সালে ২৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। নেদারল্যান্ড ১৯৯২ সালের ১ কোটি ১৪ লাখ ডলার থেকে ১ কোটি ৮৬ লাখ ডলারের বেশি ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। কোন কোন দাতা মৌলিক শিক্ষা খাতে তাদের সহায়তা বহুমুখী করে শৈশবকালীন সেবাযত্ন, বৃত্তিমূলক কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা খাতে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছে।

বাধা-বিপত্তি অতিক্রম

শান্তি রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা ও উদ্বাস্তুদের দেখাশোনার মতো নতুন নতুন অঙ্গীকার মোকাবেলা এবং উন্নয়নের জন্য মোট সম্পদ সাহায্য হ্রাস পাবার কারণে কোন কোন সংস্থা মৌলিক শিক্ষাকে অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিবর্তে মিশ্র খাতওয়ারি বিষয় হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। এর অর্থ হলো, মৌলিক শিক্ষা খাতে বর্ধিত সাহায্যের জন্য বর্ধিত সমন্বয়ের প্রয়োজন। বুরকিনা ফাসোতে রাজকীয় নেদারল্যান্ড দূতাবাসের Leo Schellekens সেখানে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বারোটি দাতার কার্যক্রমের সমন্বয় করছেন। তিনি বলেছেন, 'এর ফলে পরিকল্পনা তৈরি ও পরিশেষে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথ সুগম হয়। আগে দাতাদের সমন্বয় ছিলো না এবং তাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করার সামর্থ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছিল না। একটা দেশ কতোটা ভার বইতে পারে তার ভিত্তিতেই সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পার আর যাদের সাহায্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তা কাজে লাগানোর সামর্থ্য হতে পারে সবচেয়েকম।